আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণের
দিনব্যাপি ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি

স্থান- শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট,সাভার,ঢাকা
অংশগ্রহণকারি-

উপিপরিচালক ৮ বিভাগীয় জেলা	৮ জন
সহকারি পরিচালক ৮ বিভাগীয় জেলা	৮ জন
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ৪ ০ উপজেলা(প্রতি জেলা থেকে ১জন)	৪০ জন
ক্রেডিট সুপার ভাইজার ৪০জন উপজেলা(প্রতি জেলা থেকে ১ জন)	৪০ জন
মোট	৯৬ জন

ক্রমিক	সময়	সেশন নং	বিষয়	রিসোর্স পার্সন/ব্যবস্থাপনায়
১	৮:৩০-৯:০০	--	রেজিস্ট্রেশন	জাতীয় যুব কেন্দ্র
২	৯:০০-১০:০০	১	আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণের নীতিমালা	পরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ)
৩	১০:০০-১১:০০	২	আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণের নীতিমালা	পরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ)
৪	১১:০০-১১:৩০	--	চা-বিরতি	জাতীয় যুব কেন্দ্র
৫	১১:৩০-১২:৩০	৩	আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণের ফরম	উপপরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ)
৬	১১:২-৩০-১:৩০	৪	আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণের ফরম	উপপরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ)
৭	১:৩০-২:৩০	--	নামাজ ও মধ্যাহ্ন বিরতি	জাতীয় যুব কেন্দ্র
৮	২:৩০-৩:৩০	৫	ঋণের পরিদর্শন ফরম(সি, এস ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা)	সহকারি পরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ)
৯	৩:৩০-৪:৩০	৬	মর্টগেজ চুক্তি	ব্যাংক প্রতিনিধি

“ঋণ নির্দেশিকা”

আত্মকর্মী হতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

আত্মকর্মী হতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন- ঋণ নির্দেশিকা

৬০

১.০ ভূমিকা:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সূচনালগ্ন হতেই দেশের অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ কর্মপ্রত্যাশী যুবদেরকে সংগঠিত করে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম যুব জনগোষ্ঠির পরিমাণ প্রায় ৪.৮০ লক্ষ। বিশাল এই যুব জনগোষ্ঠি দেশ ও জাতির অপরিমেয় প্রাণশক্তি। আমাদের দেশ বর্তমানে জনমিতির সুবিধা (demographic dividends) ভোগ করছে যা ২০৪৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে বলে জনসংখ্যা বিশারদগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইতোমধ্যে বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ ঘোষিত হয়েছে। তারই আলোকে প্রণীত হয়েছে ৭ম পঞ্চবার্ষিকি (২০১৬-২০২০) উন্নয়ন পরিকল্পনা । অন্যদিকে (এসডিজি) বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০৩০) ঘোষিত হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান সকল কর্মসূচি রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যক্ষ অবদান রেখে চলেছে। দেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯২৫১৫০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবকে বিভিন্ন ধরণের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে রূপান্তর এবং ৫৯৬০০০ জনকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। অন্যদিকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, আট এবং ষোল নম্বর লক্ষ্যমাত্রা (অর্থাৎ দারিদ্রবিমোচন, ক্ষুধামুক্তি, সুস্বাস্থ্য, মানসম্মত শিক্ষা, লিঙ্গসমতা অর্জন, কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি এবং শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভূক্তিমুলক সমাজ তৈরি) অর্জনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনে পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর হতে দেশের কর্মপ্রত্যাশী যুবদের আত্মকর্ম সংস্থানে নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করছে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবদের মধ্য হতে প্রায় অর্ধেক যুব আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে সক্ষম হয়েছে। অধিদপ্তরের বিদ্যমান ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত যুবদের নতুন নতুন আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাথমিক পুজি (startup capital) সরবরাহ করা হচ্ছে। কর্মপ্রত্যাশী যুবদেরকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে এ পর্যায়ে আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি সফল আত্মকর্মীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। একজন আত্মকর্মীকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তার প্রকল্পে/ব্যবসায় একাধিক যুবক/যুবনারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং পন্য/সেবার উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে, যা জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সীমিত পরিসরে ''আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ'' কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

২.০ লক্ষ্য:

আলোচ্য উদ্যোগটি বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১, ২০৪১ এবং এসডিজির লক্ষ্য অর্জনকে অধিকতর সমর্থন যোগানোর একটি বিশেষ উদ্যোগ। এ উদ্যোগের মাধ্যমে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যে সকল যুবক ও যুবনারী ইতোমধ্যে আত্মকর্মসংস্থান সৃজনে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জন করেছে তাদের মধ্য হতে অধিক সম্ভাবনাময়ীদের বাছাই করে উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তায় পরিণত করার লক্ষ্যে সীমিত সংখ্যক যুবদের ঋণ সুবিধা প্রদান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা কাংখিত মাত্রায় বাস্তবায়ন করা গেলে অন্যান্য যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি সহ বিভিন্ন সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রাসমুহ অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া যাবে। প্রাথমিকভাবে দেশের বিভাগীয় জেলাসমূহে রাজস্ব কার্যক্রমের আওতায় এ কার্যক্রম সীমিত আকারে পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত হবে। এর সফলতার ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩.০ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণঃ

৩.১ প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের নিয়ামক :

ক. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদী 'দক্ষতাবৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ' প্রাপ্ত যুবক/যুবনারী।

খ. ঋণ গ্রহণ নির্বিশেষে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমুলক প্রকল্প সৃজনে দৃশ্যমান সফলতা লাভ করেছেন (প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিষয়ের পাশাপাশি সম্পর্কিত অন্য কোন প্রকল্পকেও বিবেচনায় নেয়া যাবে)।

২৮

গ. সৃজিত আত্মকর্ম প্রকল্পটির বয়স ন্যূনপক্ষে ৪ বছর অতিক্রান্ত এবং পরিদর্শনকালীন প্রকল্পটি পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনে থাকবে এবং লাভজনকভাবে পরিচালিত(অর্থাৎ টেকসই হয়েছে) হতে হবে।

ঘ. প্রকল্পের মাসিক গড় আয় ন্যুনতম ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা হতে হবে (প্রমাণক থাকতে হবে)।

ঙ. প্রকল্পে ন্যূনতম ২জন কর্মী নিয়োজিত (পরিবারের সদস্য বহির্ভূত) থাকবে (প্রমাণক থাকতে হবে)।

চ. কোন প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপী হবে না।

ছ. প্রশিক্ষণার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) বছর পর্যন্ত বিবেচ্য।

জ. ঋণের কিস্তি, সার্ভিসচার্জ ও সঞ্চয় প্রদানের লক্ষ্যে উদ্যোক্তার বাংলাদেশের যে কোন তফশীলি ব্যাংকে হিসাব থাকতে হবে এবং তাকে হিসাবের ৩৬-৪৮টি অগ্রিম চেক (তারিখ ও টাকার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক) প্রদানে ইচ্ছুক থাকতে হবে।

৩.২ **উদ্যোক্তার স্বীকৃতিঃ**

উদ্যোক্তার একটি সার্বজনীনরূপ রয়েছে, তারই আলোকে অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে যে সকল আত্মকর্মী যুবক/যুবনারী নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষম হবে তাদেরকে উদ্যোক্তা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে-

ক. অধিদপ্তরের উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব যিনি প্রকল্প মেয়াদে পূর্বের আত্মকর্ম প্রকল্পটিকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে রূপ দিতে পারবেন (স্থায়ী ঠিকানায় ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ও প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড স্থাপন, স্থায়ী জনবল নিয়োগ, একাউন্টস কিপিং ও ব্যালান্সসীট প্রস্তুত ইত্যাদি যথারীতি থাকবে)।

২৪/৬/১৮

২৪/৬/১৮

খ. প্রতিষ্ঠানে ন্যূনপক্ষে ৪জন নিয়মিত কর্মী থাকবে।

গ. একাধিক মৌসুমি/খন্ডকালীন কর্মী থাকতে পারে।

ঘ. প্রতিষ্ঠানের গড় আয় মাসিক ন্যূনপক্ষে ২৫০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা হবে।

৪.০ উদ্যোক্তা ঋণঃ

উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তগণের মধ্য হতে বাছাইকৃতদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে সীমিত আকারে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যা ''আত্মকর্মী হতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ'' হিসাবে আখ্যায়িত হবে।

৪.১ ঋণের পরিমাণ:

ক. ঋণের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৩.৫০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ২টি সমান কিস্তিতে ১ম কিস্তি ঋণ প্রদানের ৬মাস পর ২য় কিস্তি প্রদেয়।

খ. গ্রেসপিরিয়ডঃ এ ঋণের জন্য কোন গ্রেসপিরিয়ড বিবেচিত হবে না।

গ. ঋণ পরিশোধের কিস্তির ধরণঃ– মাসিক কিস্তিতে গৃহীত ঋণ পরিশোধযোগ্য।

ঘ. সার্ভিসচার্জঃ- এ ঋণের সার্ভিসচার্জ হবে, ঋণ গ্রহণকারী যুব পুরুষের ক্ষেত্রে ১০% ; যুবনারীর ক্ষেত্রে ৯%; অটিষ্টিক বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যুবদের ক্ষেত্রে ৮% (ক্রমহ্রাসমান হারে)।

ঙ. ঋণ পরিশোধের মেয়াদঃ- ঋণের পরিমাণ ভেদে ৩৬-৪৮ মাস (২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৩৬ মাস, ২.৫১-৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৪২ মাস এবং ৩.০১-৩.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৪৮ মাস) হবে। প্রতি মাসিক কিস্তির সাথে নির্ধারিত প্রাপ্য সার্ভিসচার্জ আদায়যোগ্য হবে।

১২৬

৪.২ **উদ্যোক্তা ঋণ প্রাপ্তির শর্তাবলীঃ**

ক. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব ও প্রতিষ্ঠিত আত্মকর্মী যার মাসিক গড় আয় ন্যূনপক্ষে ১৫০০০/- (পনের হাজার) টাকা।

খ. প্রাথমিকভাবে সম্প্রসারণযোগ্য প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ হবে পাঁচ লক্ষ টাকা।

গ. বিনিয়োগের অনুপাত হবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ৭০% এবং উদ্যোক্তা ৩০% অর্থাৎ (৭:৩) অনুপাত। ইক্যুইটির ৩০% অর্থ ঋণ প্রাপ্তির পূর্বেই বিনিয়োগ করার সামর্থ থাকতে হবে- উপকরণ, সরঞ্জাম ও কাঁচামাল বাবদ (জমি ও অবকাঠামো বাদে)।

ঘ. উদ্যোক্তার প্রকল্পের তদারকি ও ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানকল্পে দুইজন নিশ্চয়তাকারী থাকতে হবে যারা চাকরিজীবি হবেন অথবা স্থাবর সম্পত্তি (ঋণের দ্বিগুণ পরিমাণ মূল্য মানের) মর্টগেজ প্রদানে সমর্থ হবেন (আত্মীয়তার সম্পর্কের অধ:ক্রমে যে কেউ হতে পারেন)। দুইজন নিশ্চয়তাকারীই স্থাবর সম্পত্তির মাধ্যমে নিশ্চয়তা প্রদান করলে একজনের সম্পদ ঋণের দ্বিগুণ মূল্যমানের হলে অন্যজনের সম্পদ মর্টগেজ এর প্রয়োজন নাই, তবে এ লক্ষ্যে প্রদেয় সম্পদের আওতায় মূল কাগজপত্র (আত্মকর্মের আদলে) জমা রাখতে হবে।

ঙ. ঋণের কিস্তি পরিশোধের লক্ষ্যে ৩৬-৪৮টি অগ্রিম স্বাক্ষরিত চেক (তারিখ ও টাকার পরিমান উল্লেখপূর্বক) প্রদানে সামর্থবান হতে হবে।

চ. ব্যক্তিগত সঞ্চয়/মার্জিন বাবদ ৫% অর্থ ঋণের চেক গ্রহণের পূর্বে নগদে জমা প্রদানে সামর্থবান (জেলার ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে) হতে হবে।

ছ. ঋণের কিস্তি ও সার্ভিসচার্জের সাথে মাসিক ৫০০/- সঞ্চয় জমা প্রদানে আগ্রহী।

২৪/৬/১৮

২৪/৬/১৮

৪.৩ উদ্যোক্তা ঋণের প্রস্তাবকারী :

পাইলটভূক্ত জেলার আওতাধীন উপজেলাসমূহের উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে ঋণ প্রত্যাশী উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রাপ্তির জন্য-

ক. নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

খ. আবেদন অগ্রায়নের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরমে সিএস এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পরিদর্শন প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে।

গ. নিশ্চয়তাকারীগণের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নির্ধারিত ফরমে /সাদা কাগজে প্রাথমিক সম্মতি (যা পরবর্তীতে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর হবে) দুই জনের জন্য আলাদাভাবে গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. বন্ধকীযোগ্য (মর্টগেজ) সম্পত্তির বিবরণ সংযুক্ত হতে হবে যা পরবর্তীতে ঋণ অনুমোদনের পর স্থানীয় সাবরেজিস্ট্রি অফিসে মর্টগেজ দলিল সম্পাদন সাপেক্ষে চেক বিতরণ করা হবে।

ঙ. প্রশিক্ষণের মূল সনদ (দক্ষতা+উদ্যোক্তা) ও ঋণগ্রহণকারী হলে ঋণ পরিশোধের প্রমাণক হিসাবে মূল পাশবই (সংযুক্ত) দাখিল করতে হবে।

চ. আবেদনকারী ও নিশ্চয়তাকারীগণের জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি দাখিল করতে হবে।

ছ. বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাব (সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত) সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৪ জেলা ঋণ মঞ্জুরী ও তদারকি কমিটি :

আত্মকর্ম ঋণ অনুমোদনের জন্য বিদ্যমান জেলা ঋণ কমিটি এ ঋণ অনুমোদনের দায়িত্ব পালন করবে। কমিটি প্রতি চার মাসে ন্যূনপক্ষে ১টি সভা আয়োজন করবে -

ক. সভার পূর্বে প্রাপ্ত আবেদনের তথ্য যাচাইকল্পে জেলা ঋণ কমিটির পক্ষে ন্যূনপক্ষে দুইজন সদস্য সরেজমিনে প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে লিখিত প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করবেন যা সভার পর নথিভূক্ত হবে।

২৪/৮/১৮

২৪/৮/১৮

১২৪

খ. ঋণ প্রস্তাবে বর্ণিত ইক্যুইটির ৩০% বিনিয়োগ পরিকল্পনার যথার্থতা পরিদর্শনকারী কর্তৃক যাচিত হতে হবে।

গ. ইক্যুইটির ৩০% যথাযথভাবে (অনুমোদনের সর্বোচ্চ ২ মাসের মধ্যে) বিনিয়োগ হওয়ার শর্তে জেলা ঋণ কমিটি কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্ধেক পরিমাণ বিতরণ অনুমোদন করতে হবে। তবে প্রতিবার চেক বিতরণের পূর্বে বিতরণযোগ্য অর্থের ব্যক্তিগত সঞ্চয় বাবদ ৫% আদায়পূর্বক সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. প্রথম চেক বিতরণের ৬ মাসের মধ্যে বিতরণকৃত অর্থ যথাযথ বিনিয়োগ ও উৎপাদন অব্যাহত এবং ৬ মাসের কিস্তি শতভাগ পরিশোধ সাপেক্ষে অনুচ্ছেদ ৪.৫ (গ) তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ বিতরণ করতে হবে।

ঙ. ইক্যুইটির অর্থ সন্তোষজনকভাবে ব্যবহার হয়েছে মর্মে সিএস এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট প্রাপ্তি এবং উপ-পরিচালক যাচাই এর পর তা সংশ্লিষ্ট নথিতে পেশপূর্বক মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্ধেক অর্থ ১ম কিস্তির চেক উদ্যোক্তার হিসাবে স্থানান্তর/ক্রসচেক প্রদান করা হবে (অনধিক দুই মাসের মধ্যে)।

৪.৫ **ঋণ বিতরণ:** কর্মসূচিভূক্ত জেলার উপ-পরিচালক বরাবরে প্রদত্ত তহবিল নিম্নপদ্ধতি অনুসরণে ব্যবহৃত হবে-

ক. ঋণ মঞ্জুরী কমিটি কর্তৃক ঋণ অনুমোদন হলে তা ঋণীকে অবহিত করা হবে যেন তিনি পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে পরিকল্পনা মাফিক ইক্যুইটির ৩০% অর্থ ব্যবহার করে প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যান। এশর্ত যথাযথভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে তার নামে মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্ধেক পরিমাণ বিতরণ করা হবে।

খ. ঋণ মঞ্জুরী কমিটির অনুমোদন মোতাবেক উদ্যোক্তার নামে মঞ্জুরীকৃত ঋণ ব্যাংক স্থানান্তরের মাধ্যমে অথবা ক্রস চেকের মাধ্যমে অথবা আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের মাধ্যমে সমান দুই কিস্তিতে বিতরণ করা হবে।

গ. প্রথম কিস্তিতে প্রদত্ত চেকের অর্থ যথাযথভাবে (প্রকল্প প্রস্তাব মাফিক বিনিয়োগ হয়েছে এবং উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে) ব্যবহার হয়েছে মর্মে ৬ষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি স্ব-স্ব উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নির্ধারিত ফরমে উপ-পরিচালক বরাবরে প্রতিবেদন পাঠাবেন। প্রাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্য উপপরিচালক সরেজমিনে যাচাই করে যথার্থতা নিরূপন সাপেক্ষ ঋণের ২য় কিস্তির চেক প্রদান অথবা ব্যাংক হিসাবে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করবেন। বর্ণিত উপজেলা ও জেলার প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ঋণ নথিতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪.৬ ঋণ ও সঞ্চয় আদায়:

ক. মঞ্জুরীকৃত ঋণের চেক বিতরণের পূর্বে ৩৬-৪৮টি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পোষ্টপেইড (কিস্তি +সার্ভিস চার্জ + সঞ্চয়) চেক (উদ্যোক্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত, তারিখ ও টাকার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক) জমা দিতে হবে,যা কিস্তি আদায় তারিখের পূর্বদিন জেলার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা করে কিস্তি ও সার্ভিসচার্জ আদায় করা হবে।

খ. মঞ্জুরীকৃত ঋণের ৫% পূর্বেই সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে নগদ জমা প্রদান করতে হবে (ফেরতযোগ্য)।

গ. ৫% জমাকৃত অর্থের জন্য সার্ভিসচার্জ আদায় করা হবে না এবং পরিশোধের সময়ও কোন সুদ প্রদান করা হবেনা।

ঘ. ঋণের কিস্তি ও সার্ভিসচার্জের সাথে প্রতি মাসে ৫০০/- (মাসিক) সঞ্চয় জমা প্রদান করতে হবে (ফেরতযোগ্য)।

৪.৭ খেলাপী ঋণ আদায়:

খেলাপী ঋণ আদায়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। খেলাপী ঋণ আদায়ে বিদ্যমান সকল প্রক্রিয়া (পত্রালাপ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, নোটিশ প্রদান ইত্যাদি) একাধিকবার অনুসরণ করার পর প্রচলিত আইন মোতাবেক মামলা দায়ের করা যাবে। খেলাপীর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আত্মকর্ম ঋণের বিদ্যমান নির্দেশিকার আলোকে হবে।

১২২

৪.৮ <u>উদ্যোক্তা ঋণের উৎস:</u>

অধিদপ্তরের বিদ্যমান রাজস্ব কার্যক্রম হতে বিভাগীয় জেলায় উপ-পরিচালকের অনুকুলে তহবিল বরাদ্দ করা হবে। বরাদ্দকৃত তহবিল হতে জেলা ঋণ কমিটির অনুমোদন ও প্রাসংগিক কার্যাদি শেষে মঞ্জুরীকৃত ঋণের সমপরিমাণ অর্থ হতে প্রথম পর্যায়ে অর্ধেক এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বাকী অর্ধেক উদ্যোক্তার হিসাবে স্থানান্তর/ক্রসচেকে প্রদান করা হবে।

৪.৯ <u>ঋণ তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ:</u>

ক. উপ-পরিচালক বরাবরে বরাদ্দকৃত তহবিল উপ-পরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিল শিরোনামে এস.টিডি হিসাবে জমা হবে।

খ. একই শিরোনামে ঋণ বিতরণ এবং আদায় তহবিল নামে আরও ২টি (চলতি ও সঞ্চয়ী) হিসাব পরিচালিত হবে। সঞ্চয়ী হিসাবে ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় বাবদ আদায়কৃত অর্থ জমা হবে এবং চলতি হিসাবের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হবে।

৪.১০ <u>হিসাব পরিচালনা:</u>

ক. সাধারণভাবে হিসাবগুলো উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। সহকারী পরিচালকের অনুপস্থিতিতে উচ্চমান সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/অফিস সহকারী যৌথ স্বাক্ষরকারী হবেন।

খ. মোট ৩টি হিসাবের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। যেহেতু বিতরণের লক্ষ্যে আভ্যন্তরীণ স্থানান্তর প্রয়োজন হবে সেহেতু দপ্তরের এসটিডি অথবা ঋণ আদায় তহবিল হতে বিতরণের জন্য স্থানান্তরযোগ্য অর্থের নির্দেশপত্রে ও (এ্যডভাইসে) ক্রসচেকে উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক/উচ্চমান সহকারী অথবা ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/অফিস সহকারী যৌথ করবেন। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপক বরাবরে প্রধান কার্যালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

৪.১১ **রেকর্ডকিপিং :**

সাবসিডিয়ারি লেজারের মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসাবে জমাকৃত মোট অর্থের (৫% +আসল+১০% /৯% / ৮% এর ৬০% + অবশিষ্ট এর ৪০%) বিভাজন মাস, বছর ও ক্রমপুঞ্জিত আকারে সংরক্ষণ করতে হবে। হিসাবের যৌথ স্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে যিনি জুনিয়র/নিম্নপদধারী তিনি মাসভিত্তিতে এ তথ্য হালনাগাদ করবেন এবং উপ-পরিচালক যাচাই করে স্বাক্ষর করবেন।

৫.০ **ব্যাংক স্টেটমেন্ট:**

প্রতি মাসে তিনটি হিসাবের ব্যাংক স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করে হিসাবে স্থিতির সাথে সাবসিডয়ারী লেজারে হিসাবের স্থিতি মিলাতে হবে/সমন্বয় (Reconcile) করতে হবে। ব্যাংক স্থিতি পত্রের তথ্যের সঠিকতা নিরূপনকল্পে হিসাবের যৌথ স্বাক্ষরকারীদ্বয় বাধ্যতামূলকভাবে স্বশরীরে ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে যাচাই করবেন যে, ব্যাংক স্থিতি পত্রে প্রদত্ত তথ্য যথাযথ রয়েছে। এর ব্যতয়ে হিসাবে যে কোন পরিমাণ অর্থের গরমিলের দায়দায়িত্ব যৌথ স্বাক্ষরকারীদের ব্যক্তিগত দায় হিসাবে গণ্য হবে।

৫.১ **ঋণ ও প্রকল্প তদারকি:**

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সিএস প্রাথমিকভাবে ঋণ আদায় ও প্রকল্প তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। জেলার উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক দ্বিতীয় পর্যায়ের তদারকি কর্মকর্তা। সংশ্লিষ্টগণের তদারকির মূল লক্ষ্য হবে যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ২.২ তে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষমতা লাভে উদ্যোক্তাকে সহায়তা প্রদান। প্রতি মাসে সিএস এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার ন্যূনতম একবার সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন বাধ্যতামুলক। উপ-পরিচালক প্রতি ২ মাসে বাধ্যতামূলকভাবে একবার প্রকল্প পরিদর্শন করবেন এবং নির্ধারিত ছকে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

৬.০ **রিপোর্টিং:**

প্রচলিত ঋণ কার্যক্রমের আদলে নিশ্চিতভাবে মাসিক রিপোর্ট (জেলা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত) পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে দা:বি:ওঋণ শাখায় পাঠাতে হবে। রিপোর্ট প্রাথমিকভাবে বিদ্যমান আত্মকর্ম ঋণ কর্মসূচির রিপোর্ট ফরমে প্রদান করা যাবে।

২৪/৬/১৮

২৪/৬/১৮

১২৫

৬.১ **ঋণ মওকুফঃ**

বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ কার্যনির্দেশিকার আত্মকর্ম অংশের অনুচ্ছেদ ১৭-তে বর্ণিত বিধান মাফিক।

৬.২ **সার্ভিসচার্জ মওকুফঃ**

বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ কার্যনির্দেশিকার আত্মকর্ম অংশের অনুচ্ছেদ ১৮-তে বর্ণিত বিধান মাফিক।

২৪/৬/১৪

২৪/৬/১৪